দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 03 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

অনলাইনে দেশজুড়ে চলছে সরকারী হাইস্কুলে ভর্তি কার্যক্রম

বিভাষ বাড়ৈ ॥ নেই শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি। ভর্তির জন্য সন্তানকে নিয়ে স্কুলে স্কুলে দৌড়াতেও হচ্ছে না উদ্বিগ্ন কোন অভিভাবককে। বরং অনলাইনে কোন রকমের বিরম্বনা ছাড়াই রাজধানীসহ দেশব্যাপী একযোগে চলছে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম। এবার অনলাইনের আওতায় সকল সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ওয়েবসাইটে গিয়ে দিন রাত ২৪ ঘণ্টা ঘরে বসেই আবেদন করতে পারছে শিক্ষার্থীরা। ফিও পরিশোধ করা যাচ্ছে টেলিটকের মাধ্যমে। এদিকে প্রথম দুদিনে রাজধানীর ৩৫টিসহ দেশের ৩৩৭ সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করেছে ৩৮ হাজার ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী। বিড়ম্বনাহীন কার্যক্রমে খুশি শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই।

শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে বলছেন, এর মাধ্যমে নতুন এক মাইলফলক অর্জন করল বাংলাদেশ। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেই সরকারী স্কুলে ভর্তির জন্য আবেদন, প্রবেশপত্র প্রদান, ফলাফল প্রকাশ ও ভর্তি ফি জমা দেয়া সকল কার্যক্রমই অনলাইনে করা হচ্ছে। ভর্তি কার্যক্রমের মতো শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাদান পদ্ধতিতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার আমাদের লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলেও মন্তব্য করেন শিক্ষামন্ত্রী। ভর্তি প্রক্রিয়া বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) জানিয়েছে, গত ১ ডিসেম্বর থেকে আবেদন করা শুরু করেছিল শিক্ষার্থীরা। অনলাইনে এ আবেদন প্রক্রিয়া চলবে আগামী ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। রাজধানীর ৩৫টি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য তিন গ্রুপে পর্যায়ক্রমে ১৭, ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আর প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির লটারি ড্র অনুষ্ঠিত হবে ২৪ ডিসেম্বর। ৩৫টির মধ্যে প্রথম শ্রেণী আছে ১৪টি বিদ্যালয়ে।

আগামী ১২ ডিসেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত অনলাইনে এই আবেদনের সুযোগ রাখা হয়েছে। তবে ইউজার আইডিপ্রাপ্ত আবেদনকারীরা পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত তাদের ফি পরিশোধ করতে পারবেন।

খুশি শিক্ষক, শিক্ষার্থী অভিভাবক

www.gsa.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইট ব্যবহার করে আবেদন করতে হবে। আবেদন ফি'র ১৫০ টাকা টেলিটক মোবাইলের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। আবেদনের বিস্তারিত নিয়মাবলী ও ক্যাচমেন্ট এরিয়াসহ সকল তথ্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের ওয়েবসাইটে (www.dshe.gov.bd) এবং (www.gsa.teletalk.com.bd) এই ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলে যে কেউ সহযেই আবেদন করতে পারবে। সেখানে ফরমের মূল্য পরিশোধের প্রক্রিয়াও বলে দেয়া হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেইন ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়ায় সফলভাবে চলায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বিড়ম্বনা বহুগুণে কমে গেছে। নেই শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি। আবেদন করতে সন্তানকে নিয়ে স্কুলে স্কুলে দৌড়াতেও হচ্ছে না অভিভাবককে। বরং অনলাইনে কোন রকমের বিড়ম্বনা ছাড়া ওয়েবসাইটে গিয়ে দিন রাত ২৪ ঘণ্টা ঘরে বসেই আবেদন করতে পারছেন। শুক্রবার রাত পর্যন্ত রাজধানীর ৩৫টি স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তির জন্য সাড়ে ৮ হাজার এবং রাজধানীর বাইরের ২৯৯ প্রতিষ্ঠানের জন্য আবেদন পড়েছে সাড়ে ২৯ হাজার। এছাড়া আরও দু'তিনটি প্রতিষ্ঠানও হয়ত অনলাইনের আওতায় চলে আসবে। তাদের ডাটা এন্ট্রির কাজ চলছে। অনলাইনে ছোট খাটো কিছু সমস্যা দেখা দিলেও তা সমাধান করা হচ্ছে। মোটামুটি বিড়ম্বনা ছাড়াই কার্যক্রম চলছে।

আসন সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে পরিচালক জানান, রাজধানীর ৩৫টিতে ১০ হাজার এবং রাজধানীর বাইরের প্রতিষ্ঠানে আসন আছে ৬০ হাজারের মতো। উপ-পরিচালক একেএম মোস্তফা কামাল জানিয়েছেন, ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলে যে কেউ সহজেই আবেদন করতে পারছে। ফি পরিশোধও সহজ। তাই সুবিধা পাচ্ছেন সকলেই।

জানা গেছে, সরকারী এ স্কুলগুলোকে প্রতিবছরের মতো তিন গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। 'ক' 'খ' ও 'গ'। পর্যায়ক্রমে এসব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে ১৭, ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর। ১৭ তারিখে 'ক' ১৮ তারিখে 'খ' ও ১৯ তারিখে 'গ' গ্রুপের স্কুলগুলোর ভর্তি পরীক্ষা। এছাড়া যে ১৪টি বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী আছে তার ভর্তির লটারি হবে ২৪ ডিসেম্বর। ঢাকার সবকটি সরকারী বিদ্যালয়কে তিনটি গুচ্ছ করে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে। একজন প্রার্থী একটি গ্রুপ থেকে সর্বোচ্চ একটি করে অর্থাৎ তিন গ্রুপ থেকে তিনটি স্কুলের জন্য আবেদন করতে পারবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে গত বছরের মতোই ৫০ নম্বরের এক ঘণ্টার ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে। চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে ১০০ নম্বরের ২ ঘণ্টার পরীক্ষা নেয়া হবে। জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে নবম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে বাংলা ১৫, ইংরেজী ১৫ ও গণিতে ২০ নম্বর করে মোট ৫০ নম্বরের এক ঘণ্টার এবং অন্যান্য শ্রেণীতে বাংলা ৩০, ইংরেজী ৩০ ও গণিতে ৪০ নম্বর করে মোট ১০০ নম্বরের ২ ঘণ্টার পরীক্ষা নেয়া হবে। ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী গত বছরের মতো এবারও ঢাকা মহানগরীর সরকারী ও বেসরকারী স্কুলে ভর্তিতে নিজ নিজ এলাকার জন্য ৪০ শতাংশ কোটা বরাদ্দ থাকবে। অবশিষ্ট আসন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সরকারী স্কুলের ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ করে দেবে মাউশি।